কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 OCT 2015
পৃষ্ঠা 20 কলাম 5

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হয়নি : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

- আন্দোলনকারীদের ঘরে ফেরার আহ্বান
- মেডিক্যাল কোচিং বন্ধের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে আন্দোলনকারীদের ঘরে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মো. নাসিম। তিনি বলেছেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো ঘটনা ঘটেনি। অভিযোগ শোনার পর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে তদন্ত করেছি। তাতে দেখেছি যে ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রশ্নপত্র ছাপা ও বিতরণ করা হয়েছে, সেখানে প্রশ্ন ফাঁসের কোনো সুযোগ নেই। আর এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি।'

গতকাল রবিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তুলে বরং যেসব শিক্ষার্থী মেধার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের অপমান করা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনায় অস্বীকৃতি জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা আন্দোলন করছে তাদের মধ্যে কতজন প্রকৃত মেডিক্যাল ভর্তীচ্ছু, আর তাদের কারা ইন্ধন দিচ্ছে তা খুঁজে দেখুন।' মন্ত্রী ওই আন্দোলনে একাত্মতা জানানো শিক্ষাবিদ-লেখক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, চিকিৎসক ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও কলামিস্ট আবুল মকসুদকে নিজ দপ্তরে চায়ের দাওয়াত দেন। তিনি বলেন, 'বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আপনারা শোনা কথায় কান না দিয়ে আসুন যা কিছু জানতে চান জানতে পারবেন। তারপর না হয় কথা বলবেন।'

মেডিক্যাল কোচিং বন্ধের বিষয়ে এক প্রশ্নের মুখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে জানান, মেডিক্যালে ভর্তিকেন্দ্রিক কোনো কোচিং সেন্টার চলতে পারবে না। এগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। অবশ্য গত বছরও মন্ত্রী এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন।

মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাতে না রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়ার এক প্রস্তাব শুনে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা পর্যায়ক্রমে সব মেডিক্যাল কলেজকেই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় নিয়ে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায়

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আসার পরিকল্পনা করছি।' সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের নমুনা প্রকাশ পাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, পরীক্ষার আগে এমন কোনো ঘটনা শোনা যায়নি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক, স্বাস্থ্যসচিব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি শফিকুর রহমান, প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক আবদুল কাইউম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর নির্দেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. দীন মো. নুরুল হক মেডিক্যালে ভর্তির প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, ফল প্রকাশ ও ভর্তি প্রক্রিয়ার পুরো বিষয় অবহিত করেন। এ সময় তিনি বলেন, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ মেধাবী শিক্ষার্থীরাই এবার মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

'ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা জরুরি' : স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনসচেতনতা। সে জন্য সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গুর উৎপত্তি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) উদ্যোগে গতকাল এক সচেতনতামূলক শোভাযাত্রার উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মহানগর জেনারেল হাসপাতালকে মহিলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তর করা হবে।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ডিএসসিসির মেয়র সাঈদ খোকন বলেন, 'ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা জনসচেতনতা বাড়াতে চাই। ডেঙ্গু প্রতিরোধে নানামুখী পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা হবে। এ জন্য নগরবাসীর সহযোগিতা চাই।'